[redacted]

[redacted]

কিছু দিন ধরে গ্রামের সানু, জাহিদুল, জহির মাটি কেটে বিভিন্ন ইটের ভাঁটায় ব্রিক্রয় করছেন বেশ চড়া দামে।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটা বন্ধ থাকার সুযোগে ভাটা মালিকরা অনেকটাই বাধ্য হয়েই চড়া দামে মাটি কিনছেন। খালের পাশে যে ভাবে মাটি কাটছে এতে করে বর্ষা মৌসুমে ফসিল জমির চরম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকৃতি কৃষকরা অসহায় অনুভব করায় নিজেদের ক্ষতি হলেও কোন ঝামেলায় জড়াতে চান না। এছাড়াও মাটি বহনকারী অবৈধ ট্রাক গ্রামের রাস্তায় দ্রুত গতিতে বেপরোয়া ভাবে চলাচলের জন্য চিন্তিত রয়েছেন সুশীল সমাজ।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন এ ধরনের বিষয় কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় হেলথ এসিস্ট্যান্টদের কর্মবিরতি অব্যাহত

“ভ্যাকসিন হিরো সম্মান,স্বাস্থ্য সহকারীর অবদান” স্লোগানে দামুড়হুদায় হেলথ এসিস্ট্যান্টদের বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবীতে কর্মবিরতি পালন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১০টা থেকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বরে এ কর্মবিরতি পালন করা হয়।

বাংলাদেশ হেলথ এসিস্ট্যোন্ট দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে কর্মবিরতিতে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি আব্দুল

আলিম, সহ-সভাপতি আবুল হোসেন, আসমত আরা, সাধারণ সম্পাদক আজহার আলি, যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিদুর রহমান, মরিয়ম নেছা, সহ সম্পাদক তারিক আজিজ, খালেদা খাতুন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক হোসনে আরা, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল আওয়াল, অর্থ সম্পাদক শামীম খান, দফতর সম্পাদক হাসানুর রহমান, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক এজাজ আহম্মেদ, সাংস্কৃতি ও বিনোদন বিষয়ক সম্পাদক সজীব হোসেন, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক রাজু আহম্মেদ, সমবায় ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক রমজান আলি, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুস সালাম, স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সম্পাদক ছমির উদ্দিন, সদস্য রাশিদুল ইসলাম, মখলেছুর রহমান সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় দামুড়হদা উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দরা বলেন যতদিন আমাদের দাবী আদায় না হবে ততদিন আমরা কর্মবিরতি অব্যাহত রাখব।

দামুড়হুদায় মাস্ক পরিধান না করার জন্য জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছেন ।

গতকাল বুধবার দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলার মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার বিকাল ৩টার দিকে দামুড়হুদার চিৎলা মোড় নামক স্থানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান করোনা মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে অভিযান চালায়।

এসময় ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ধারায় ১৬ জন ব্যক্তিকে ২হাজার ১৫০ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসের সর্টিফিকেট সহকারী জিহন আলি, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ সদস্য।

দামুড়হুদায় ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ সম্পন্ন

দামুড়হুদায় ৪২তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে বিজ্ঞান মেলা সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়মে মেলাটি সম্পন্ন হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এর আয়োজনে এ মেলা উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ম্যাধমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আ:মতিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম।

দিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলায় তিনটি গ্রুপে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। জুনিয়ন গ্রুপ ১ম স্থান অধিকার করেন দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়, ২য় স্থান অধিকার করে দামুড়হুদা ব্রাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩য় স্থান অধিকার করে দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল। সিনিয়র গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে দর্শনা

সরকারি কলেজ, ২য় স্থান অধিকার করে দামুড়হুদা আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রী কলেজ, ৩য় স্থান অধিকার করে কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ। বিশেষ গ্রুপে নির্বাচিত হয় দামুড়হুদা উপজেলা শিক্ষা বিভাগ।

উপস্থিত বক্তিতায় জুনিয়র গ্রুপ ১ম স্থান অধিকার করে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের তাসলিম লাবিব, ২য় স্থান অধিকার করে রিফাত রহমান, ৩য় স্থান অধিকার করে ব্রাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাজনিন আক্তার।

সিনিয়র গ্রুপের ১ম স্থান অধিকার করে দর্শনা সরকারি কলেজের নাসিম

পারভেজ, ২য় স্থান অধিকার করে কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের রতন রহমান, ৩য় স্থান অধিকার করে দর্শনা সরকারি কলেজের খাইরুল আলম।

মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১টি স্টল অংগ্রহণ করে।

দামুড়হুদায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে গরু ব্যাবসায়ী মৃত্যু

দামুড়হুদায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ছাবের আলী মোল্লা (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি গরুর হাটের কাছে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ছাবের আলী মোল্লা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের লিয়াকত আলী মোল্লার ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে গরু ক্রয়ের জন্য ব্যাটারি চালিত আটোরিকশা যোগে ডুগডুগি পশু হাটে যান ছাবের আলী মোল্লা। পশু হাটে পৌঁছালে অটোরিকশা থেকে নামার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক অটোতে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে পড়ে ট্রাকের পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে তিনি নিহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চুয়াডাঙ্গায় সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: মাহবুবুর রহমান বলেন, হাসপাতালে নেয়ার আগেই ছাবের আলী মোল্লা মারা যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানা ওসি আঃ খালেক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় মুহুরি আলমগীরের দুর্নীতির শেষ কোথায়?

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সাব-রেজিস্টারের অফিসের মুহুরি আলমগীরের বিরুদ্ধে ভুয়া দলিল ও জালিয়াতি করে জমির নাম খারিজ করে জমি বিক্রয়ের অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা জায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাদিপুর গাং পাড়া গ্রামের নিকবার আলীর ছেলে ফারজুল ইসলাম জমি ক্রয় করে একই ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীরের মাধ্যমে। ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারা কাছ থেকে মোট ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করেন, দাম ৫৭লক্ষ টাকা, কিন্তু ওই দাগে রওশনারার মোট ৩ কাঠা জমি ছাড়া আর কোন জমি েইন। তবে কি ভাবে মুহুরি আলমঙ্গীর ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমির নাম খারিজ করে জমি রেজিস্টি করে দিলো।

ভুক্তভোগী নিকবার আলী বলেন, তারিনী পুর গ্রামের মসলেম মুহুরির ছেলে আলমগীর মুহুরির মাধ্যমে ডুগডুগী গ্রামের সোহরাব হোসেনের স্ত্রী রওশনারার কাছ থেকে গত ১১/১১/২০২০ইং তারিখে ৮ কাঠা ৪ গুন্ডা জমি ক্রয় করি। জমির দাগ নং ৬৬৭৩/২০, এখন দেখতে পাচ্ছি রওশনারার মোট জমি আছে ৫ কাঠা, জমির দলিলও জাল। নাম খারিজও করেছে চিটারী করে, আমার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আমি মূর্খ মানুষ লেখা পড়া জানিনা মুহুরি আলমঙ্গীরের নিজের ছেলের মত ভাবতাম, আমি কখনও ভাবিনি আলমগীর আমার সাথে এই ধরনের চিটারী বাটপারী করবে। আমি এই অন্যায়ের বিচার চাই।

মুহুরি আলমগীরের মত চিটার বাটপারের কারণে আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর যেন কারো এমন ধরনের ক্ষতি না হয়। আমি বাটপার আলমগীরের নামে মামলা করবো। আমি দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বাটপার আলমগীরের লাইসেন্স বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হোক।

চুয়াডাঙ্গায় নদীর তীর থেকে মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রাম সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীর তীর থেকে একটি মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কঙ্কালটির বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, উজিরপুর গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষার্থী সন্ধ্যার আগে নদীর তীরে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় দেখতে পায়।

পরে তারা স্থানীয়দের জানালে এলাকাবাসী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ওগুলো মর্গে পাঠানো হবে এবং ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ওসি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে অন্য কোনো এলাকার কঙ্কাল ডুবন্ত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়ে উজিরপুর গ্রামের সন্নিকটে এসে বেধে যায়। এতোদিন নদীতে বাড়তি পানি থাকায় সেগুলো দেখা যায়নি। সম্প্রতি নদীর পানি কমে আসায় কঙ্কালটি এলাকাবাসীর চোখে পড়ে।

দামুড়হুদায় ৫০ মিটারের ব্যবধানে ২টা ইট ভাটা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুরে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে, কৃষি জমিতে ৫০ মিটারের ব্যবধানের মধ্যে গড়ে উঠেছে দুইটি ইট ভাটা।

পরিবেশ অধিদপ্তরে নাম মাত্র আবেদন করে ছাড় পত্র ছাড়াই ইট ভাটা

মালিকরা আবাদি জমি ও জনবসতি এলাকায় রাত দিন ইট পোড়ানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইট ভাটার বিষাক্ত ছাই ও কালো ধোঁয়ায় ফলন হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, শত শত একর জমির বোরো ধান, রবিশস্য, এবং আমসহ বিভিন্ন ফসলের।

সেই সাথে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে ইট ভাটার পাশ্ববর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ।

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রাম পুর-তারিনী পুর গ্রামে বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে মেসার্স নিউ শেখ ব্রিকস ও হেড ব্রিকস নামের দুইটি ইট ভাটা গড়ে উঠেছে।

এসব ইট ভাটার একটিও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই, পরিবেশ অধিদপ্তরের নাম মাত্র আবেদন করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে চলছে ইট পোড়ানোর কাজ। ইট ভাটার আয়তন দুই একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার নিয়ম থাকলেও বিস্তৃর্ণ এলাকা দখলে নিয়েছেন তারা। ভরাট করেছেন পানি নিষ্কাশনের পথ। স্থানীয়দের অভিযোগ, ইট ভাটার মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করছেন না।

জয়রাম পুরের কৃষক বজলু, তাহের, রমজান, মনিরুল, জানান ইট ভাটার মালিকরা জমি ভাড়া নিয়ে ইট পোড়ানোর কাজ করছেন। এসব ইট ভাটার কালো ধোঁয়ায় পাঁচ ছয় বছর ধরে বোরো ও আমন ধানের ফলন বিঘা প্রতি ছয় সাত মণ কমে এসেছে, ভাটার কালো ধোঁয়া সব চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে বিভিন্ন বাগানের, ধোঁয়ার বিষক্রিয়ায় কয়েক বছর ধরে এ এলাকায় আম, কাঁঠাল, নারকেল সহ বিভিন্ন ফল ধরাও কমে গেছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, জমির উপরিভাগের মাটি দিয়ে ইট তৈরি করার কারণে ওই এলাকার জমির উর্বরা শক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে, এটা কৃষির জন্য মারাত্মক হুমকি, শিগগিরই দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গা ফসলি জমির উপর রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় সচেতন মহলের আয়োজনে কোমরপুর ব্রীজ মোড়ে (কার্পাসডাঙ্গা ৪নং ওয়ার্ড কোমরপুর-বাঘাডাঙ্গা) ডা. রবিউল হকের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। এদেশে কৃষক সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কৃষি জমি নষ্ট করে রেল লাইন স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে ভুক্তভোগী কৃষকরা। যে কারণে শত শত বিঘা কৃষি জমি নষ্ট হবে। এলাকার কৃষিজীবী মানুষ না খেয়ে মরবে। বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরে যেখান দিয়ে পিলার স্থাপন করা হচ্ছে সে সব জমি অধিকাংশ ৪ ফসলি।

আর এসব ফসল ফলিয়ে কৃষকেরা কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করে। বর্তমান সময়ে কোন কৃষকেরই ১০ বা ২০ বিঘা জমি নাই। কারো ২ বিঘা, কারো ১ বিঘা বা কারো ১০ কাঠা। এই শেষ সম্বলটুকু যদি রেললাইন করতে চলে যায় তবে কৃষকদের ঐ রেল লাইনেই মাথা দিয়ে মরতে হবে। তাছাড়া তারা তো বাড়ি গিয়ে সন্তানদের মুখে এক মুঠো খাবারও তুলে দিতে পারবেনা। তাই তাদের বিকল্প পথ রেললাইনে মাথা দিয়ে মরা।

সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি রেল লাইন স্থাপন করে এলাকায় দূর্ভিক্ষ ডেকে আনবেন না। সাধারণ কৃষককে দুমুঠো ডাল ভাত খাওয়া থেকে বঞ্চিত না করে তাদের বাঁচাতে বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরের ৪ ফসলি জমি দিয়ে রেল লাইন না করার জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

এসময় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহিদুর রহমান মুকুল, রবিউল হোসেন শুকলাল, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মন্টু, ডা. ইবাদত আলী, আবুল কাশেম, আশরাফ আলী, রবজেল আলী, হযরত আলী, মহাসিন আলী,